গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
www.dam.gov.bd

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মার্চ, ২০১৭ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি : মোঃ মাহবুব আহমেদ
মহাপরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।
তারিখ : ২০ মার্চ, ২০১৭ খ্রিঃ।
সময় : দুপুর ১২:০০ ঘটিকা।
স্থান : সভা কক্ষ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-'খ'-তে দেখানো হলো ।

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন। অতঃপর সভার কার্যপত্র অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয় শাখা ভিত্তিক	সভায় আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ শাখা
১.	গত ২৭/০২/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।	গত ২৭/০২/২০১৭ তারিখের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী-তে কোন সংশোধনী না থাকায় নিশ্চিতকরণের প্রস্তাব করা হয়। **সিদ্ধান্ত-১**: ২৭/০২/২০১৭ তারিখের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।	প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখা।
২.	বাজার দর পর্যালোচনাঃ	**আলোচনাঃ** বাজার মূল্য পরিস্থিতি নিয়ে সভায় একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয় (পরিশিস্ট-'ক')। মার্চ/২০১৭ মাসের নিত্য প্রয়োজনীয় বাজার দর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, চাল মাঝারী, রসুন (দেশী ও আমদানীকৃত), কাঁচা মরিচ, বেগুন ও মিষ্টি কুমড়া বাজারদর কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আটা, মসুর ডাল (দেশী ও আমদানীকৃত), পিঁয়াজ (দেশী ও আমদানীকৃত), আদা (আমদানীকৃত), ও আলু'র দাম কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। এছাড়াও ২০/০৩/২০১৭ তারিখের পাইকারী বাজার মূল্যের তুলনায় সর্বোচ্চ খুচরা যৌক্তিক মূল্য বিষয়ে সভায় একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। সভায় জানানো হয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত যৌক্তিক মূল্যের মধ্যেই অধিকাংশ পণ্য কেনা-বেচা হচ্ছে। আলোচনান্তে মহাপরিচালক বাজারদর সংগ্রহের বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের আরও যত্নশীল হওয়ার জন্য পূণরায় পরামর্শ দেন এবং যৌক্তিক মূল্যের বিষয়টি যথাযথভাবে তদারকি পূর্বক মহাপরিচালক বরাবর প্রতিবেদন দাখিলের জন্য অনুরোধ করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
		সিদ্ধান্ত-১: যেসকল পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে বিশেষ করে চাল মাঝারী, রসুন,কাঁচা মরিচ, বেগুন ও মিষ্টি কুমড়াসহ সকল কৃষি পণ্যের দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	উপ-পরিচালক (বাজার তথ্য ও পরিসংখ্যান)।
		সিদ্ধান্ত-২: ফসলের মূল্যের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ মাঠ পর্যায় থেকে সংগ্রহ পূর্বক	উপ-পরিচালক (বাজার তথ্য ও পরিসংখ্যান)।

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয় শাখা ভিত্তিক	সভায় আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ শাখা
		বিভাগীয় কার্যালয় হতে সার-সংক্ষেপ করে সঠিক সময়ে প্রতিবেদন আকারে সদর দপ্তরে প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল) ডিএমও/ডিএমআই (সকল)
৩.	৩.১: বাজার তথ্য ও পরিসংখ্যান শাখাঃ	**আলোচনাঃ** উপ-পরিচালক (বাজার তথ্য) সভায় জানান, মিরপুর-১, মোঃপুর কৃষি মার্কেট, নিউ মার্কেট কাঁচাবাজার মনিটরিং করে দেখা গেছে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক স্থাপিত বোর্ডসমূহে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক সংগৃহীত ও নির্ধারিত যৌক্তিক মূল্য সমন্বয়ের মাধ্যমে লিখা হচ্ছে না। বোর্ডে লিখনের বিষয়ে সিটি কর্পোরেশন-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
		সিদ্ধান্ত-১: সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক স্থাপিত বোর্ডসমূহে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক সংগৃহীত ও নির্ধারিত যৌক্তিক মূল্য সমন্বয়ের মাধ্যমে লিখনের বিষয়ে ঢাকা উত্তর/দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে নতুনভাবে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	উপ-পরিচালক (বাজার তথ্য ও পরিসংখ্যান)। ঢাকা বিভাগীয় উপ-পরিচালক।
		সিদ্ধান্ত-২: ঢাকা শহরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে নিজস্ব বোর্ডসমূহে (০৬টি) প্রতিদিন যৌক্তিক মূল্য লিখনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	উপ-পরিচালক (বাজার তথ্য ও পরিসংখ্যান)। ঢাকা বিভাগীয় উপ-পরিচালক। জেলা বাজার কর্মকর্তা ঢাকা।
	৩.২: জেলা পর্যায়ে কৃষিপণ্যের খুচরা বাজারমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা	**আলোচনাঃ** উপ-পরিচালক (বাজার তথ্য) সভায় জানান, বাজার মনিটরিং টিমের নিকট হতে বাজার পরিদর্শন বিষয়ে ০২টি প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। এছাড়া যৌক্তিক মূল্য বিষয়ে কিছু-কিছু জেলা হতে প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। প্রতিবেদনসমূহ পরীক্ষান্তে দেখা যায় অধিকাংশ পণ্যই যৌক্তিক মূল্যের মধ্যে কেনা-বেচা হচ্ছে। জেলা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ কম্পাইল করে মহাপরিচালক বরাবর উপস্থাপন করা হবে। তিনি বিভাগীয় পর্যায় হতে যৌক্তিক মূল্য সংক্রান্ত প্রতিবেদনসমূহ কম্পাইল করে সদর দপ্তরে প্রেরণের জন্য বিভাগীয় উপ-পরিচালকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ প্রসংগে মহাপরিচালক ঢাকা মহানগরীর নির্দিষ্টকৃত বাজারসমূহে যৌক্তিক মূল্য বাস্তবায়নে প্রত্যেক টিমের বাজার মনিটরিং অব্যাহত রাখার জন্য পূণরায় নির্দেশ প্রদান করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
		সিদ্ধান্ত-১: পূর্ব নির্দেশনানুযায়ী কৃষি বিপণন আইন ও যৌক্তিকমূল্য বাস্তবায়ন বিষয়ে গঠিত বাজার মনিটরিং টিমসমূহ বাজার পরিদর্শন পূর্বক মহাপরিচালক বরাবর প্রতিবেদন দাখিল অব্যাহত রাখবেন।	উপ-পরিচালক (বাজার তথ্য ও পরিসংখ্যান)। মার্কেট মনিটরিং এর জন্য গঠিত কমিটির সকল কর্মকর্তা।
		সিদ্ধান্ত-২: যেসব জেলা হতে যৌক্তিকমূল্য সংক্রান্ত প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি উক্ত জেলাসমুহ হতে নির্ধারিত ছকানুযায়ী অতিদ্রুত প্রতিবেদন সংগ্রহ পূর্বক কম্পাইল করে বিভাগীয় কার্যালয় হতে সদর দপ্তরে প্রেরণ এবং প্রতিটি জেলায় যৌক্তিকমূল্য বাস্তবায়ন কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে।	উপ-পরিচালক (বাজার তথ্য ও পরিসংখ্যান)। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। ডিএমও/ডিএমআই (সকল)

পণ্যের গ্রেডিং মূল্য বৃদ্ধি ও বিপণনে সহায়ক

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয় শাখা ভিত্তিক	সভায় আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ শাখা
		সিদ্ধান্ত-৩: জেলার কোল্ড ষ্টোরেজ, গুদাম ও বাজারসমূহে তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে এবং যে সকল জেলা হতে এখনও এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি সে সকল জেলা হতে নির্ধারিত ছকানুযায়ী আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সদর দপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। ডিএমও/ডিএমআই (সকল)
৪.	গবেষণা শাখা	**আলোচনাঃ** প্রধান (গবেষণা ও উন্নয়ন) সভায় জানান, পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইতোমধ্যে ০৭টি পণ্যের Cost of Production, Price Spread-চূড়ান্তকরণ পূর্বক মহাপরিচালক বরাবর প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং অধিদপ্তরের ওয়েব-সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। খরিপ মৌসুমে প্রধান-প্রধান ১০টি পণ্যের (শসা, কাঁচা পেঁপে, পটল, করল্যা, বেগুন, চিচিংগা, ঢেড়স, আদা, রসুন ও পেঁয়াজ) Cost of Production, Price Spread প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
		সিদ্ধান্ত-১: খরিপ মৌসুমের প্রধান-প্রধান ১০টি পণ্যের (শসা, কাঁচা পেঁপে, পটল, করল্যা, বেগুন, চিচিংগা, ঢেড়স, আদা, রসুন ও পেঁয়াজ) Cost of Production, Price Spread–চূড়ান্তকরণ পূর্বক ১৫ এপ্রিল/২০১৭ তারিখের মধ্যে মহাপরিচালক বরাবর উপস্থাপন ও ওয়েব -সাইটে প্রকাশ করতে হবে।	প্রধান (গবেষণা ও উন্নয়ন)
		সিদ্ধান্ত-২: গরুর মাংসের দাম বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণ পূর্বক ১টি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন আগামী ০৭ কর্মদিবসের মধ্যে মহাপরিচালক বরাবর উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান (গবেষণা ও উন্নয়ন) ডিএমও/ডিএমআইগণ।
৫.	আরইটিসি শাখা	**আলোচনাঃ** উপ-পরিচালক (আরইটিসি) বিভিন্ন বিভাগ হতে প্রাপ্ত নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আদায় বিষয়ে ০১টি প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, ফেব্রুয়ারী/২০১৭ খ্রিঃ মাসে লাইসেন্স নবায়ন/নতুন লাইসেন্স ইস্যু বাবদ নন-ট্যাক্স রেভিনিউ খাতে ১৬,৫৯,৩৬৫/- টাকা আদায় হয়েছে এবং নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আদায় জানুয়ারী/২০১৭ মাসের তুলনায় ফেব্রুয়ারী/২০১৭ মাসে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ফেব্রুয়ারী/২০১৭ খ্রিঃ মাস পর্যন্ত ৯৯,০৩,৯৬০/- টাকা আদায় হয়েছে যা গত অর্থবছরের এসময়ের তুলনায় ৬,১২,২০৫/- বেশী। বিভিন্ন জেলায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে। সুপারিশসহ প্রজ্ঞাপিত করার উপযুক্ত বাজারের তালিকা প্রাপ্তি অব্যাহত রয়েছে। মধ্যস্থকারবারীদের ডাটাবেজ প্রস্তুতের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ঢাকা বিভাগ হতে ২১টি, চট্রগ্রাম ১১টি, রাজশাহী ০৯টি, খুলনা ১০টি, সিলেট ০৪টি, রংপুর হতে ০৮টি ও ময়মনসিংহ বিভাগ হতে ০৪টিসহ মোট ৬৭টি তালিকা পাওয়া গেছে। আলোচনান্তে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	
		সিদ্ধান্ত-১: জেলা পর্যায়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন প্রয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক এতদসংক্রান্ত তথ্যাদি প্রত্যেক মাসে নির্ধারিত ছকানুযায়ী সদর দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।	উপ-পরিচালক (আরইটিসি) এবং বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)।

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয় শাখা ভিত্তিক	সভায় আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ শাখা
		সিদ্ধান্ত-২: যে সকল জেলার চলমান ও বাতিল লাইসেন্স-এর তথ্য পাওয়া যায়নি সে সকল জেলার তথ্যাদি বিভাগীয় কার্যালয়ে এবং বিভাগীয় কার্যালয় হতে দ্রুত সদর দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)।ডিএমও/ডিএমআই(সকল)।
		সিদ্ধান্ত-৩: নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং প্রজ্ঞাপিত পুরাতন বাজারের পাশাপাশি নতুন প্রজ্ঞাপিত বাজারসমূহের লাইসেন্সিং কার্যক্রম শুরু করতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। ডিএমও/ডিএমআই (সকল)।
		সিদ্ধান্ত-৪: লাইসেন্স নবায়ণ/নতুন লাইসেন্স ইস্যু সংক্রান্ত বিষয়ে পরবর্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে জেলা অফিসসমূহ হতে বিভাগীয় কার্যালয়ে সিটিআর প্রেরণ করতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। ডিএমও/ডিএমআই (সকল)।
		সিদ্ধান্ত-৫: যে সকল জেলার মার্কেট চার্জ-এর প্রস্তাব এখনও পাওয়া যায়নি সে সকল জেলার মার্কেট চার্জ-এর প্রস্তাব সংগ্রহ পূর্বক দ্রুত সদর দপ্তরে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। ডিএমও/ডিএমআই (সকল)।
		সিদ্ধান্ত-৬: জেলা ও বাজার ভিত্তিক কৃষি পণ্যের মধ্যস্থকারবারীর তথ্য যে সকল জেলা হতে এখনও পাওয়া যায়নি তা দ্রুত সংগ্রহ করে ডাটা বেজ আকারে ওয়েব সাইটে প্রকাশ করতে হবে।	উপ-পরিচালক(আরইটিসি)। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, আইসিটি শাখা। ডিএমও/ডিএমআই(সকল)।
৬.	নীতি ও পরিকল্পনা শাখা	**আলোচনাঃ** উপ-পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা) সভায় জানান, প্রস্তাবিত প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডির রিপোর্ট এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। রিপোর্ট পাওয়ার পর উক্ত রিপোর্ট সমন্বয় করে মন্ত্রণালয়ে ডিপিপি প্রেরণ করা হবে। APSU কর্তৃক নির্বাচিত প্রাথমিক প্রকল্পের তালিকা হতে পর্যায়ক্রমে এডিপি'র সবুজ পাতায় অন্তর্ভূক্ত করা হচ্ছে এবং তদানুযায়ী DPP- প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ০৩টি ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। নীতি ও পরিকল্পনা শাখার কার্যক্রম বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে সভাপতি মহোদয় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।	
		সিদ্ধান্ত-১: কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজার সংযোগ ও মূল্য সংযোজন সহায়ক শীর্ষক প্রকল্পের জন্য গঠিত কমিটি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ফিজিবিলিটি স্টাডির রিপোর্ট প্রেরণ করবে। এবং তদানুযায়ী দ্রুত সময়ের মধ্যে ডিপিপি প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	আহবায়ক, ফিজিবিলিটি স্টাডি টিম ও উপ-পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা)।
		সিদ্ধান্ত-২: APSU কর্তৃক নির্বাচিত প্রাথমিক প্রকল্পের তালিকা থেকে পর্যায়ক্রমে DPP- প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নীতি ও পরিকল্পনা শাখা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখবে।	উপ-পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা)।
৭.		**আলোচনাঃ** উপ-পরিচালক (শগঋক) সভায় জানান, ফেব্রুয়ারী২০১৭ মাসের সিদ্ধান্তের	

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয় শাখা ভিত্তিক	সভায় আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ শাখা
	শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম	আলোকে মাঠ পর্যায়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায় হতে জানা যায় যে, ৩৪টি গুদামের মধ্যে রংপুর অঞ্চলের ০৭টি গুদাম (হাজারীহাট, চড়াইখোলা, মাগুরাহাট, খালাশপীর, চতরাহাট, শুকুরেরহাট ও মুড়িরহাট গুদাম) এলজিইডি-কে হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়াও রংপুর অঞ্চলের ০২টি গুদাম (শৈলগাছী ও রাজাবাড়ীহাট গুদাম) ও মাগুরা অঞ্চলের ০৪টি গুদাম (মধুখালী, আড়পাড়া, সাচিলাপুর ও আলমখালী গুদাম) শেরপুর অঞ্চলের ০৩টি গুদাম (বর্ষাগাতীমির্জাপুর, সেনেরবাজার ও কয়রাবাজার গুদাম) এবং বরিশাল অঞ্চলের ০১টি গুদাম (পুকুরজানাহাট) এর ইনভেন্টরী সম্পন্ন হয়েছে এবং মালামাল স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অন্যান্য গুদাম এলজিইডি-কে হস্তান্তরের লক্ষ্যে ইনভেন্টরী প্রস্তুত কার্যক্রম চলমান আছে। বন্ধ গুদামের ইনভেন্টরী প্রস্তুত, মালামাল স্থানান্তর ও ব্যয়ভার বহন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
		সিদ্ধান্ত-১: বন্ধ ৩৪টি গুদামের অগ্রগতির বিস্তারিত প্রতিবেদন পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	উপ-পরিচালক (শগঋক)।
		সিদ্ধান্ত-২: বন্ধ গুদামসমূহের ইনভেন্টরী প্রস্তুত করার পর চাহিদা অনুযায়ী চালু অন্য গুদামে মালামাল স্থানান্তরের ব্যয় নির্বাহের জন্য যদি মালামাল গ্রহণকারী গুদাম ফান্ডে অর্থ থাকে সে ক্ষেত্রে গুদাম কমিটি ও গুদাম উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশমতে মহাপরিচালকের অনুমোদন সাপেক্ষে গুদামের/স্থানীয় তহবিল হতে ব্যয় নির্বাহ করা হবে।	উপ-পরিচালক (শগঋক)।
		সিদ্ধান্ত-৩: বন্ধ গুদামসমূহের ইনভেন্টরী প্রস্তুত করার পর চাহিদা অনুযায়ী চালু অন্য গুদামে মালামাল স্থানান্তরের ব্যয় নির্বাহের জন্য যদি মালামাল গ্রহণকারী গুদাম ফান্ডে অর্থ না থাকে সে ক্ষেত্রে মালামাল স্থানান্তরের জন্য কি পরিমাণ অর্থ লাগবে তা প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপন করতে হবে।	উপ-পরিচালক (শগঋক)।
৮.	অডিট আপত্তি এবং পেনশন সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন	**আলোচনাঃ** অডিট আপত্তি এবং পেনশন সংক্রান্ত তথ্য সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং বিভিন্ন জেলা মার্কেটিং অফিসসমূহের অডিট আপত্তির বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় জানানো হয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে ১৫টি অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে। অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পন্নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জেলা অফিসসমূহ অডিট পূর্বক মহাপরিচালক বরাবর প্রতিবেদন দাখিল অব্যাহত আছে। বিস্তারিত আলোচনার পর এ বিষয়ে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
		সিদ্ধান্ত-১: অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে হিসাব শাখার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং বিভিন্ন জেলার অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ।	হিসাব শাখা।
		সিদ্ধান্ত-২: অভ্যন্তরীণ অডিট টিমদ্বয় নিয়মিতভাবে নির্দেশনানুযায়ী জেলা	অডিট টিম।

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয় শাখা ভিত্তিক	সভায় আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ শাখা
		অফিসসমূহের অডিট কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন দাখিল করবেন।	
৯.	ICT শাখা	**আলোচনাঃ** আইসিটি'র ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা সভায় জানান, অধিদপ্তরের ০৯টি শাখার মধ্যে ০৯টি শাখায় ই-ফাইলিং কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বিভাগীয় কার্যালয়সমূহে ই-ফাইলিং কার্যক্রম শুরু করার লক্ষ্যে বিভাগীয় কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে ১৯ মার্চ, ২০১৭ তারিখে দিনব্যাপী ই-ফাইলিং বিষয়ে সদর দপ্তরের সভাকক্ষে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ICT শাখার কার্যক্রম বিষয়ে আলোচনার পর সভাপতি নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।	
		সিদ্ধান্ত-১: প্রশিক্ষণ অনুযায়ী সদর দপ্তর ও বিভাগীয় অফিসসমূহের মধ্যে ই-ফাইলিং কার্যক্রম শুরু করার লক্ষ্যে আইসিটি শাখা হতে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	উপ-পরিচালক (বাজার তথ্য) আইসিটি শাখা।
১০.	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক-এর সাথে সকল বিভাগীয় উপ-পরিচালক এবং প্রকল্প/উপ-প্রকল্প পরিচালকদের মধ্যে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন সমঝোতা স্মারক।	**আলোচনাঃ** সভায় জানানো হয়, ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের APA-চুক্তি অনুযায়ী ইতোমধ্যে সকল বিভাগ, প্রকল্প ও কর্মসূচী হতে ২য় ত্রৈমাসিক ও সান্মাসিক প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যসম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পূণরায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। APA-চুক্তি অনুযায়ী সদর দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ৭০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সভায় মাঠ পর্যায়ে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সময়সূচী বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় জানানো হয়, ইতোমধ্যেই মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ হতে জারীকৃত সময়সূচী অনুযায়ী অধিদপ্তরের সাথে বিভাগ/প্রকল্প/কর্মসূচীসমূহের এবং বিভাগের সাথে জেলাসমূহের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পন্ন করতে হবে। ২০১৬-২০১৭ ও ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের APA-চুক্তির বিষয়ে আলোচনান্তে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
		সিদ্ধান্ত-১: ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের APA-চুক্তি অনুযায়ী সকল বিভাগের উপ-পরিচালকগণ তাঁদের স্ব-স্ব সূচকের আলোকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১০০% ভাগ কার্যাদি সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	APA বাস্তবায়ন কমিটি। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। প্রকল্প/কর্মসূচী পরিচালক। ডিএমও/ডিএমআই (সকল)।
		সিদ্ধান্ত-২: মাঠ পর্যায়ের অফিসমূহের সাথে অধিদপ্তরের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ হতে জারীকৃত সময়সূচী অনুযায়ী সম্পন্ন পূর্বক ওয়েব-সাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	APA বাস্তবায়ন কমিটি। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। প্রকল্প/কর্মসূচী পরিচালক। ডিএমও/ডিএমআই (সকল)।
১১.	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে SDG's বিষয়ে সচেতনতা, সম্যক ধারণা লাভ এবং বাস্তবায়ন	**আলোচনাঃ** সভায় জানানো হয়, SDG's এর অভীষ্ট এবং লক্ষ্যমাত্রার আলোকে ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নসহ APA- লক্ষ্যমাত্রায় সেগুলো অন্তর্ভূক্তকরণের নিমিত্ত কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে এসডিজি বিষয়ে সচেতনতা, সম্যক ধারণা লাভ এবং বাস্তবায়ন	

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয় শাখা ভিত্তিক	সভায় আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ শাখা
	পরিকল্পনা প্রণয়ন।	পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পর্কে সভায় আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
		সিদ্ধান্ত-: সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাঝে SDG's এর বিষয়ে জ্ঞানভিত্তিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এসডিজি-এর ১৭টি অভীষ্ট (Goals) এবং অন্তর্গত ১৬৯টি লক্ষ্য (Targets) হতে বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট অভীষ্ট এবং লক্ষ্যসমূহ সনাক্ত করে সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসমুহ নির্ধারণ এবং বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় তার প্রতিফলন ঘটানোর প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। APA-ফোকাল পয়েন্ট।
১২.	শুদ্ধাচার কৌশল ও অভিযোগ নিস্পত্তি।	**আলোচনাঃ** সভায় জানানো হয়, শুদ্ধাচার কৌশল ও অভিযোগ নিস্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ২২/০৩/২০১৭ তারিখে শুদ্ধাচার সংক্রান্ত একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ পর্যন্ত কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হচ্ছে। সভাপতি এ বিষয়ে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।	
		সিদ্ধান্ত-১: Action Plan এবং Guideline অনুযায়ী অভিযোগ পাওয়া মাত্রই শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সময়মত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।	নৈতিকতা কমিটি।
		সিদ্ধান্ত-২: Action Plan এবং Guideline অনুযায়ী শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সময়মত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।	নৈতিকতা কমিটি।
		সিদ্ধান্ত-৩: শুদ্ধাচার কৌশল ও অভিযোগ নিস্পত্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে আবশ্যিকভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে।	নৈতিকতা কমিটি।
		সিদ্ধান্ত-৪: নৈতিকতা কমিটি অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে শুদ্ধাচার কৌশল ও অভিযোগ নিস্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে ০৩(তিন) দিনের প্রশিক্ষণ-এর একটি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত পূর্বক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং আরইটিসি শাখা হতে প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান করবে।	নৈতিকতা কমিটি। আরইটিসি শাখা (প্রশিক্ষণ ও সমন্বয়)।
১৩.	তথ্য অধিকার আইন।	**আলোচনাঃ** সভায় জানানো হয়, Voluntary Disclosure বিষয়ক প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে মন্ত্রণালয় ও তথ্য কমিশনে পাঠানো হচ্ছে এবং অধিক পরিমাণ তথ্য অবমুক্ত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। আলোচনান্তে সভাপতি মহোদয় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।	
		সিদ্ধান্ত-১: Voluntary Disclosure বিষয়ক প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে আবশ্যিকভাবে মন্ত্রণালয় এবং তথ্য কমিশনে পাঠাতে হবে।	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন কমিটি। ২। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)।
		সিদ্ধান্ত২: তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনে নির্ধারিত আবেদন ফরম ব্যবহার এবং এতদসংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্টদের বরাবর প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	উপ-পরিচালক (আরইটিসি)। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন কমিটি।

পণ্যের গ্রেডিং মূল্য বৃদ্ধি ও বিপণনে সহায়ক

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয় শাখা ভিত্তিক	সভায় আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ শাখা
১৪.	সেন্ট্রাল মার্কেট পরিচালনা	**আলোচনাঃ** বিভাগীয় উপ-পরিচালক, ঢাকা ও সদস্য-সচিব, সেন্ট্রাল মার্কেট ব্যবস্থাপনা কমিটি সভায় সেন্ট্রাল মার্কেট, গাবতলী ঢাকা-এর হালনাগাদ অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, পূর্বে বরাদ্দকৃত ১৩টি স্পেস-এর মধ্যে ইতোমধ্যে ১২টি স্পেস পূণরায় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। অন্য একটি স্পেস-এর বরাদ্দ এমএমসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাতিল করা হয়েছে। এমএমসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত আছে। সেন্ট্রাল মার্কেট-টিকে একটি আধুনিক কৃষিপণ্য বিপণন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
		সিদ্ধান্ত-১: এমএমসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক যেসকল স্পেস এখনও বরাদ্দ প্রদান করা যায়নি সেসকল স্পেস দ্রুত বরাদ্দ প্রদানের লক্ষ্যে টেন্ডার সম্পন্ন করতে হবে। রিফার-ভ্যানসমূহের কুলিং সিস্টেমসহ যাবতীয় মেরামত-অন্তে দ্রুত ভাড়া প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবসায়ী সমিতি ও সুপারসপসমূহকে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক, ঢাকা।
		সিদ্ধান্ত-২: সেন্ট্রাল মার্কেটটিকে একটি আধুনিক কৃষিপণ্য বিপণন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে পূর্নাঙ্গভাবে চালু করণের উদ্যোগ নিতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক, ঢাকা।
১৫.	এনসিডিপি মার্কেট ব্যবস্থাপনা	**আলোচনাঃ** এনসিডিপি মার্কেট বিষয়ে বিভাগীয় উপ-পরিচালক, রংপুর সভায় জানান রংপুর জেলা সদরের মাহিগঞ্জ এনসিডিপি হোলসেল মার্কেট ও ট্রাক-টার্মিনাল গ্রোয়ার্স মার্কেট চালু করণ অথবা বিকল্প ব্যবহার বিষয়ে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র মহোদয়-কে পূনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তাঁর মতামত প্রাপ্তি সাপেক্ষে এ দুটি মার্কেট চালু অথবা বিকল্প ব্যবহার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। দিনাজপুরের রেলমার্কেট, পঞ্চগড়ের জালাসি এবং ঠাকুরগাঁয়ের মাদারগঞ্জ মার্কেট বিষয়ে গঠিত কমিটি ও সংশ্লিষ্ট জেলা অফিসারগণের সংগে আলাপ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এনসিডিপি মার্কেট ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
		সিদ্ধান্ত-১: এনসিডিপি'র বন্ধ ০৫টি মার্কেট যথাক্রমে রংপুরের মাহিগঞ্জ ও ট্রাক-টার্মিনাল মার্কেট, দিনাজপুরের রেলমার্কেট, পঞ্চগড়ের জালাসি এবং ঠাকুরগাঁয়ের মাদারগঞ্জ মার্কেটের বিষয়ে ইতোপূর্বে গঠিত কমিটি এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপ-পরিচালকগণ আলাদাভাবে হালনাগাদ তথ্যাদি'র আলোকে আগামী সভার পূর্বে মহাপরিচালক বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করবেন।	প্রধান (গঃ ও উঃ)। উপ-পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা)। বিভাগীয় উপ-পরিচালক রাজশাহী/রংপুর।
		সিদ্ধান্ত-২: এনসিডিপি মার্কেট ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উপ-পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা) আগামী সভায় হালনাগাদ তথ্যাদি উপস্থাপন করবেন।	উপ-পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা)

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয় শাখা ভিত্তিক	সভায় আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ শাখা
১৬.	ইনোভেশন টিম	**আলোচনাঃ** ''ইনোভেশন'' কার্যক্রম বর্তমান সরকারের একটি অন্যতম প্রধান প্রশাসনিক ব্যবস্থা যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে সরাসরি তত্ত্বাবধান করা হয়ে থাকে। ইনোভেশন বিষয়ে সভায় জানানো হয় যে, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে গত ০৫-০৬ নভেম্বর, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ৩১জন কর্মকর্তা-কে ০২ (দুই) দিনব্যাপী ১০ ঘন্টার নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। ইনোভেশন টিমের কার্যপরিধি, মেনটর নিয়োগ ও তাদের কার্যপরিধি এবং ইনোভেশন সম্পর্কিত ওয়ার্কশপ-এর বিষয়ে সভায় আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
		সিদ্ধান্ত-১: ডিএমও/ডিএমআইগণদের কাছ থেকে উদ্ভাবন সংস্কৃতি বিকাশ এবং উদ্ভাবিত উদ্ভাবনমূলক আইডিয়াসমূহ সংগ্রহ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	ইনোভেশন টিম।
		সিদ্ধান্ত-২: ইনোভেশন টিম কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির উপর উদ্ভাবনী প্রস্তাব প্রণয়ন, মেনটরদের সাথে সমন্বয় সাধন এবং ক্ষেত্র মতে সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ প্রদান অব্যাহত রাখবেন।	ইনোভেশন টিম।
		সিদ্ধান্ত-৩: উদ্ভাবিত আইডিয়াসমূহ-কে অধিদপ্তরের সেবাগ্রহীতাসহ সকলের জন্য আরো আকর্ষণীয় ও বৃহৎ পরিসরে সম্প্রসারণের উপযোগী করে প্রস্তাব আকারে উপস্থাপন অব্যাহত রাখতে হবে।	ইনোভেশন টিম।
		সিদ্ধান্ত-৪: জরুরী ভিত্তিতে উদ্ভাবনী ধারণা সম্বলিত ইনোভেশন ব্যাংক-এর তালিকা প্রস্তুত করে (প্রতি টিমের কাছ থেকে ধারণা/শিরোনাম সংকলনসহ) উপস্থাপন করতে হবে।	ইনোভেশন টিম।
		সিদ্ধান্ত-৫: উদ্ভাবনী ধারণা ৫টি চূড়ান্তকরণ পূর্বক বাস্তবায়নের রোড ম্যাপ প্রস্তুত করে দায়িত্ব বন্টন (পাইলটিং) করতে হবে।	ইনোভেশন টিম।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ মাহবুব আহমেদ)
মহাপরিচালক
E-mail: dg@dam.gov.bd